যুগান্তর

তারিখ 27 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম

কওমি শিক্ষার্থীদের মূল স্রোতধারায় মেলাতে হবে

অধ্যাপক এলতাসউদ্দিন

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহম্মদ এলতাসউদ্দিন কওমি মাদ্রাসাকে শিক্ষার মূল সে াতে একীভূত করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এসব মাদ্রাসায় লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী আছে। এক একজন শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে একটি পরিবার হবে। ব্যক্তির ঈমান এবং জাগতিক নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের শিক্ষার মূল ধারায় একীভূত করা জরুরি। তাই ইসলাম শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে কওমি শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে হবে।

অধ্যাপক এলতাসউদ্দিন বলেন, এক ব্যক্তি ভালো না থাকলে সার্বিক অর্থে রাষ্ট্র ভালো থাকে না। তাই ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের আরেক নাম জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত। ভালো মানের মানুষ তৈরি ও জাতীয় স্বার্থেই এসব মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে সরকারকে চিন্তা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, 'প্রশাসনের মাধ্যমে মাদ্রাসায় হানা দিয়ে লাভ হবে না। মাদ্রাসাগুলোর উন্নয়ন করতে হবে। উন্নয়নের স্বার্থে মাদ্রাসাগুলোকে প্রয়োজনে একটি প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনে এদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে দিতে হবে। উন্নত ল্যাবরেটরি করে দিতে হবে। তাদের শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, কম্পিউটার সায়েন্স (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) যুক্ত করতে হবে। এসব বিষয় থাকলে যারা শিক্ষার্থীদের ধর্মান্ধ করতে চায়, তারা সে জায়গা থেকে ধীরে ধীরে সরে আসবে। কেননা, ইসলাম একটি যৌক্তিক ধর্ম, এখানে উগ্রপন্থা ও ধর্মান্ধতার কোনো জায়গা নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। কোনো গণ্ডির মধ্যে তাদের আর আটকে রাখা যাবে না।'

তিনি বলেন, 'মাদ্রাসা নির্মাণ কর, এতিমদের লালন-পালন কর, তাহলে পরকালে তুমি বেহেশত পাবে— এ কথা ঠিক আছে। তবে ইহকালেও তাদের (মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থী) বাঁচতে হবে। ইসলাম শিক্ষার প্রয়োজন আছে। অভিভাবকদের বলতে হবে— তোমরা কি চাও না যে তোমার ছেলে বড় হোক, একজন সচিব হোক, বিসিএস ক্যাডার হোক? বর্তমানে এসব মাদ্রাসায় যে পড়ালেখা করানো হয়, তাতে শিক্ষার্থীদের ভাগ্য অনেকটা নির্ধারণ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে আমরা এদের ক্ষতি করছি। সবাই যা ইচ্ছা তাই করুক, আমাকে শুধু ভোট দিলেই চলবে— এ নীতি থেকে বের হয়ে এসে মাদ্রাসাগুলোর সার্বিক উন্নয়নে নজর দিতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও আমাদেরই সন্তান। সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে পদক্ষেপ নিতে হবে।' ■